দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 AUG 1989 ...

পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ৭ ...

প্রশ্নপত্র প্রণয়নে নূতন পদ্ধতি

॥ মতিউর রহমান চৌধুরী ॥

এস, এস, সি ও এইচ, এস,সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে নূতন পদ্ধতি চালু করার বিষয় প্রায় চূড়ান্ত। আগামী বছর হইতে প্রস্তাবিত পদ্ধতি কার্যকর হইতে পারে। নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী

(১১শ পৃ: দ্র:)

প্রশ্নপত্র প্রণয়নে নুতন পদ্ধতি

(১ম পৃ: পর)

শিক্ষা বোর্ডের কাছে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব থাকিবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় সেল এই দায়িত্ব পালন করিবে। মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব এই সেলের প্রধান থাকিবেন। প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার একাধিক ঘটনা সরকারের নজরে আসিয়াছে। যাঁহারা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন তাঁহারা কোন না কোনভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রশ্নপত্র ফাঁস করিয়া দেন। এই কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ প্রাইভেট টিউশনিতে নিয়োজিত থাকেন। প্রশ্নপত্র প্রণয়নে নিয়োজিত কোন কোন শিক্ষক মাসে কমপক্ষেও চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করেন।

চারটি শিক্ষা বোর্ডের কয়েকটি বিখ্যাত স্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণ দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। একাধিক শিক্ষকের কাছ হইতে প্রশ্ন আহ্বান করা হয়। তাঁহারা প্রশ্ন জমা দেন। ইহার পর শিক্ষা বোর্ডসমূহ প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করে। কোন্ শিক্ষকের প্রশ্নপত্র অনুমোদিত হইয়াছে তাহাও অনেক সময় প্রকাশ পাইয়া যায়। বোর্ডগুলি গোপনীয়তা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হয়। ইহাছাড়া, প্রশ্ন প্রণয়ন কাজে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মধ্যেও ভাল সম্পর্ক বিদ্যমান। তাহাদের নিজেদের স্বার্থেই এক ও অভিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলেন। কারণ প্রশ্ন 'কমন' না পড়িলে টিউশনিতে ভাটা পড়িবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধারণা প্রস্তাবিত পদ্ধতি চালু করা হইলে প্রশ্ন ফাঁসের কোন সুযোগ থাকিবে না। পরীক্ষার ফলাফলেও ইহার শুভ প্রভাব পড়িবে। ধারণা করা হয় প্রশ্ন প্রণয়নকারী শিক্ষকগণের কাছ হইতে আভাস-ইঙ্গিতের দরুন পরীক্ষার ফলাফলে এদিকসেদিক হইয়া থাকে। প্রশ্নপত্র যেখানে ছাপা হয়, সেখানেও কড়া নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার প্রয়োজন রহিয়াছে।